কালের কণ্ঠ

তারিখ 06.OCT. 2015
পৃষ্ঠা ৭/৮ কলাম 2

লোহাগড়ার ঘাঘা গ্রামে আওয়ামী লীগে দ্বন্দ্ব : সংঘর্ষ খুন

শিশুদের স্কুলে যেতে ভয়

নড়াইল প্রতিনিধি ▷

নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার ঘাঘা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী উপস্থিতি কমে গেছে। গতকাল সোমবার বিদ্যালয়ের ১৭৬ শিক্ষার্থীর অর্ধেক উপস্থিত হয়নি। গত ২৮ সেপ্টেম্বরের পর থেকে এ অবস্থা চলছে। ওই দিন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর গ্রামের বাসিন্দাদের এক পক্ষ এলাকা ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

ওই বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র রিফাত বলে, 'গত ১ অক্টোবর আমাদের বাড়িতে লুটপাট হয়। পরদিন বাড়িতে বই-খাতা আনতে গিয়ে দেখি পাশের পুকুরের পানিতে আমার স্কুলব্যাগ আর বই-খাতা ভাসছে। ভয়ে গত সাত দিন ধরে স্কুলে যেতে পারছি না। সামনে আমার পিএসসি পরীক্ষা। এখন স্কুলে কত গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস হচ্ছে। পরীক্ষা দিতে পারা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি।' তার মতো আকিজ, সুবর্ণা, বন্যা, সাথী, মীম, রকিবসহ পঞ্চম শ্রেণির প্রায় ১০-১২ জন শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে যেতে পারছে না।

গত শনিবার ওই বিদ্যালয়ে গেলে প্রধান শিক্ষক পরিতোষ কুমার পাল বলেন, 'গণ্ডগোলের পরে প্রায় ৫০ শতাংশ ছেলেমেয়ে স্কুলে আসছে না। সামনে তাদের সমাপনী ও বার্ষিক পরীক্ষা। পঞ্চম শ্রেণির ২৫ জনের মধ্যে মাত্র ১১ জন উপস্থিত আছে। এভাবে স্কুল চালাতে পারছি না। কয়েকজন অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা এ ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু ছাত্রদের বাড়িঘরে কিছু নেই। তারা কিভাবে স্কুলে আসবে? একেকজন অনেক দূরে চলে গেছে। কে কোথায় আছে, তাও জানতে পারছি না। এদিকে আমাদের স্কুল বঙ্গমাতা গোল্ডকাপে জেলায় প্রথম হয়েছে। খেলোয়াড় ছাত্রদের নিয়ে খুলনায় খেলতে যেতে হবে। কিভাবে কী করব? একেবারে হিমশিম খাচ্ছি।'

সরেজমিন

মধুমতী তীরবর্তী ঘাঘা গ্রাম। সরেজমিনে ঘোরার সময় একটি বাড়ির ভেতর থেকে নারীর কান্নার শব্দ শুনে কাছে গিয়ে দেখা গেল, গৃহবধূ শাহিনুর অঝোরে কাঁদছেন। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন, যেন সন্তান হারানোর কান্না। নিজের সন্তানতুল্য একমাত্র অবলম্বন গোয়ালের গরুটি কিছুক্ষণ আগে লুট হয়ে গেছে। ভয়ে নিজের ও ছেলের গরু লুটের কথা বলতে সাহস পাচ্ছেন না গৃহকর্ত্রী আমেনা বেগম। তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। নিজ বাড়ির আঙিনায় যেতে সাহস পাচ্ছেন না মাহফুজা, খদেজান, হাজেরা ও কলিমন। গোছানো সংসার একেবারে তছনছ করে দিয়েছে প্রতিপক্ষের লোকেরা। ধানের গোলা থেকে লুট করা হয়েছে ধান, পাটসহ সব পণ্য। নিজ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন সবাই। পুরুষরা মামলার ভয়ে, আর নারীরা হয়রানির ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। ভাঙা বাড়ির এপাশ-ওপাশ সবই খোলা। সেখানে আর কোনো কিছু অবশিষ্ট নেই নেওয়ার। উঠানে এদিক-ওদিক পড়ে আছে চটি, ছেলেমেয়েদের স্কুলব্যাগ ও রান্নার চুলা।

গ্রামের লোকজন জানায়, এই গ্রামের বাসিন্দা কোটাকোল ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক চেয়ারম্যান হেমায়েত হোসেন হিমু। তিনি লোহাগড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতিও। তাঁর সঙ্গে বর্তমান ইউপি চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলমের বিরোধ রয়েছে। তিনি কোটাকোল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতিও। জাহাঙ্গীরের বাড়ি পাশের কালিয়া উপজেলায়। তিনি কালিয়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান খান শামীমুর রহমান ওরফে ওসি খানের চাচাতো ভাই। ওসি খান নড়াগাতি থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক। কোটাকোল গ্রামে ওই দুই ইউপি চেয়ারম্যানের সমর্থকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিনের। এ নিয়ে গত ২৬ সেপ্টেম্বর হিমু সমর্থকরা জাহাঙ্গীরের সমর্থকদের ধাওয়া করে। দুজনকে মারপিট করে। এর জের ধরে ২৮ সেপ্টেম্বর জাহাঙ্গীর সমর্থকরা অতর্কিত হামলা চালায়। একপর্যায়ে গুলিতে হিমু সমর্থক ইকবাল সমাদ্দার (২৫) নিহত হন। অন্তত ২৫ জন আহত হয়। পুলিশ সংঘর্ষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শটগানের ৬০ রাউন্ড গুলি এবং সাত রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে।

গ্রামের রাস্তার পাশে লুকিয়ে কথা বলেন সর্বস্ব হারানো খদেজান বিবি। তিনি বলেন, 'বাবা কারো নাম বলা যাবে না। পাশেই ওদের লোক রয়েছে। আমাদের ঘরবাড়ি সব ভেঙেচুরে ফেলেছে। এখন পথেঘাটে দেখা হলে শাসাচ্ছে। আমার ছেলেকে হাজির করে দিতে বলছে। পরের বাড়িতে রাত কাটাচ্ছি। খাওয়া-দাওয়া নাই। বাড়ির মধ্যে একটি ছেলে স্কুলে যায়, তাকে মামার বাড়ি বাঁশগ্রামে রেখে এসেছি।'

ঘটনার পর থেকে হত্যা মামলার ভয়ে জাহাঙ্গীর পক্ষের লোকজন বাড়িছাড়া। হিমু পক্ষের লোকেরা এ সুযোগে অন্তত ৩০টি বাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, একই পাড়ায় উভয় পক্ষের লোকের বসবাস। প্রতিবেশীর বাড়িতে প্রকাশ্যে দিনের বেলায় লুটপাট চালাচ্ছে প্রতিপক্ষের লোকেরা। ভয়ে তাদের কিছু বলতে পারছে না বাড়িতে থাকা নারীরা। উল্টো তাদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে, বাড়িতে না আসার জন্য। একেবারে তছনছ হওয়া বাড়িতে এসে ভয়ে কাঁদতে পারছে না নারীরা। ইউপি চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলমের মোবাইল ফোনে কয়েকবার চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি। সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান হেমায়েত হোসেন হিমু বলেন, 'ঘটনার দিন সকালে এসে অতর্কিত হামলা চালিয়ে প্রতিপক্ষের লোকেরা আমার একজনকে খুন করে। এ সময় বিক্ষুব্ধ লোকেরা তাৎক্ষণিকভাবে কিছু ভাঙচুর করতে পারে। তার পরে আর কিছু ঘটেনি।'

লোহাগড়া থানার ওসি মো. কামরুজ্জামান বলেন, 'আমি থানায় যোগদান করার পরদিন সকালে এই ঘটনা। আশা করি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে না। একপক্ষ হত্যা মামলা করেছে। অন্য পক্ষ হত্যা প্রচেষ্টার মামলা করেছে।'

লোহাগড়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. লুৎফর রহমান বলেন, 'সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছি যাতে শিক্ষার্থীদের খুঁজে খুঁজে বিদ্যালয়ে হাজির করে।'